আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে সহিংসতায় আহত কর্মী মৃত্যু, প্রতিবাদ সমাবেশ

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সহিংসতার ঘটনায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত নৌকা সমর্থনকারী দবির আলীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসার ১৩ দিনপর শুক্রবার (২৪ মার্চ) সকাল ১০ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত দবিরের লাশ শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় আলমডাঙ্গায় পৌঁছাই। মৃত্যুর ঘটনায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সমর্থনকারীরা লাশ নিয়ে পৌর এলাকার স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। মিছিলে দ্রূত আসামীদের গ্রেফতারের দাবি জানায়।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, গত ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে গত ১১ মার্চ রাতে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রার্থী হায়াত আলি ও স্বতন্ত্র চশমা প্রার্থীর সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের ১১ জন আহত হয়। নৌকার সমর্থকের একই পরিবারের দুই ভাইসহ তিনজন গুরুত্বর আহত হয়। আহতের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুত্বর আহত অবস্থায় দবির উদ্দীনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১২ দিন লাইফ সাপোর্ট (আইসিউতে) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকাল ১০ টায় তিনি মারা যায়। শুক্রবার বিকেলে লাশ ময়নাতদন্ত শেষে আলমডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাত ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভের নিকট পৌঁছালে স্থানীয় নেতারা লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স সহ প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও নৌকার প্রার্থী হায়াত আলি সহ দুই শতাধিক নেতাকর্মী। প্রতিবাদ সমাবেশে নিহত দবির আলীর দ্রূত গ্রেফতারসহ ফাঁসির দাবি জানান।

নিহত দবির আলী ছেলে মোস্তাফিজুর ওরফে খোকন বলেন, আমার বাবা নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদের নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মতিয়ার রহমান হায়াতের কর্মী ছিলেন। গত শনিবার (১১ মার্চ) রাত ৮টার দিকে জহুরুলনগর গ্রামে আমার বাবাসহ কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করছিলেন। এসময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী (বর্তমানে বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত) নিজে উপস্থিত থেকে

তার কর্মীরা হামলা চালায়। এতে আমার বাবা দবির আলী সহ আমার কয়েকজন কর্মী আহত হন। রাতেই আমার বাবাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিউতে ভর্তি করা হয়। টানা ১৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে গেলেন বাবা। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আজ রাতে কিংবা আগামীকাল মরদেহ ময়নাতদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসা হবে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল আলিম বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মারামারিতে আহত দবির উদ্দিন গতকাল শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে বলে জেনেছি। এ ঘটনার পূর্বে মারধরের মামলা করেছিলেন নিহতের ছেলে। নিহতের পরিবার হত্যা মামলা দায়ের করলে আমরা গ্রহন করব।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (১৬ মার্চ) অনুষ্ঠিত নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার চশমা প্রতীক নিয়ে ৪ হাজার ৮০ ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল জোয়ার্দ্দারের সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ জোয়ার্দ্দার বিপুল।

রবিবার বিকেলে নাগদাহ গ্রামস্থ তার নিজস্ব বাসভবনের সামনে এক জনাকীর্ণ পরিবেশে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল উল্লেখ করেছেন যে, আসন্ন ১১ নং নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার নির্বাচনী প্রতীক চশমা। নির্বাচনে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নৌকার প্রার্থী হায়াত আলী ও তার সমর্থকেরা বিভিন্ন হুমকি-ধামকিসহ তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করছে।

গত ১১ মার্চ শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় নৌকার সমর্থকেরা দা, লোহার রড ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ইউনিয়নের জহুরুলনগর গ্রামে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ সময় জহুরুলনগর গ্রামের রিন্টু, সহিদুল ও মোবারেক নামের তার তিন সমর্থককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে এবং নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। এছাড়াও আরেক সমর্থক বুদোইকেও মারধর করে জখম করে।

তিনি বলেন, জহুরুলনগরে সংঘটিত ঘটনার পর ওই রাতে নৌকার সমর্থকেরা আরো সংগঠিত হয়ে ইউনিয়নে তার (স্বতন্ত্র) বিভিন্ন নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর নৌকা প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জহুরুলনগর গ্রামের তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) সমর্থকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। তারা বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নাগদাহ ইউপি নির্বাচন আদোও সুষ্ঠু হবে কিনা তা নিয়ে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তার সুদৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের পিতা বর্ষিয়ান আওয়ামীলীগের নেতা নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার সোনা মিয়া, খাজাউদ্দিন, মানিক মিয়া, গোলাম মোস্তফা, বুলবুল জোয়ার্দ্দার, বাক্কা জোয়ার্দ্দার, পিন্টু মন্ডল, মজিবর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক ও সুরুজ হোসেনসহ গ্রামবাসি।

আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে আবুল হাসনাতের মোটরসাইকেল শো-ডাউন

আসন্ন আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হাসনাত মাস্টারের নির্বাচনী শো-ডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি রবিবার সন্ধা সাড়ে ৭টায় ঘোলদাড়ি বাজারে অবস্থিত নির্বাচনি অফিস থেকে কয়েক শত মটর সাইকেলের একটি বহর নিয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

মটর সাইকেল শোভা যাত্রাটি ঘোলদাড়ি নির্বাচনি অফিস থেকে বের হয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রদক্ষিণ করে বাজারে এসে ৯টায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সেখানে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। আবুল হাসনাত মোটরসাইকেল শো-ডাউনে নির্বাচনি বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ তিনি আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। বর্তমান তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার সম্পাদক ওহিমুদ্দিন, ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা মাহমুদ হাসান জিনারুল, সফিউদ্দিন, মিঠু, সোহেল, কাজল, রকিবুল, ডিটু শেখ, ইলিয়াস, আব্দুল গাফ্ফার, হাসেম, লিখন, আব্দুল গাফ্ফার রাইহান, শরিফুল, জামাত, সোহেল রানা প্রমূখ।